INTERNATIONAL PEER-REVIEWED RESEARCH JOURNAL OF SATYA RANJAN COLLEGE (IPRJSRC)

A Peer-Reviewed Multidisciplinary Multilingual Research Journal

E-ISSN: _____ P-ISSN: _____

DOI: _____

Volume I, Issue I, November 2026, Page No: 15-22

Published by Satya Ranjan College, Kalain, Cachar, Assam, India

Website: https://srcjournal.org/

সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসে নগরায়িত মধ্যবিত্ত যুবসমাজ: একটি আলোচনা

Dr. Chalikuzzaman

Asst. Professor & HoD, Department of Bengali, Patharkandi College, Sribhumi, Assam, India

Abstract

The 1960s marked a significant phase in Bengali fiction, when the economic, political, and moral upheavals of post-independence Indian society were profoundly transforming the inner fabric of middle-class life. Rapid urbanisation, emerging employment structures, the expansion of consumerist culture, changing family relationships, and the growing assertion of individualism generated a sense of alienation and uncertainty within the educated middle-class youth. Samaresh Basu's Bibar (The Hole) represents a sharp and controversial artistic portrayal of this transformed middle-class youth consciousness. Set against the backdrop of the social realities of the 1960s, the novel explores sexuality, economic security, family relationships, morality, guilt, and existential crisis as interconnected elements that collectively construct an urban psychology. Recent critical discussions have also identified Bibar as a novel that engages with urban modernity, moral crisis, alienation, and the psychological disintegration of the educated middle class.

The primary objective of this paper is to examine the central male protagonist of Bibar not merely as an isolated antisocial individual but as a representative figure of the urbanised middle-class youth. It also analyses the interrelationship between the economic structures of urban life, the mechanisation of social relationships, the expression of sexuality, alienation from family, the monotony of professional life, consumerism, and moral duality. The paper seeks to demonstrate that beneath the apparent obscenity and sexual explicitness of Bibar lies a much broader social crisis, in which the individual gradually loses the meaning and purpose of existence amidst the outward refinement of urban civilisation.

Keywords: Urbanisation, Middle-Class Youth, Urban Psychology, Alienation, Modernity

সমরেশ বসুর সাহিত্যজগৎ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রচলিত মধ্যবিত্ত নৈতিকতার সীমারেখাকে বারবার প্রশ্ন করেছে। শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে শহুরে মধ্যবিত্ত, যৌনতা থেকে সামাজিক বঞ্চনা, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে ব্যক্তির একাকিত্ব— জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতা তাঁর কথাসাহিত্যে নানা আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিবর' এই সৃষ্টিশীল অভিযাত্রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে সামাজিক বাস্তবতার বহিরঙ্গের পাশাপাশি ব্যক্তিমানসের অন্ধকার অঞ্চলকে আখ্যানের কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীকালে এটি সমরেশ বসুর অন্যতম আলোচিত উপন্যাসে পরিণত হয়।

'বিবর'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন শিক্ষিত শহুরে যুবক। সে সমাজের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষ নয়; বরং এমন এক মধ্যবিত্ত পরিসরের মানুষ, যার কাছে শিক্ষা, চাকরি, নগরজীবন, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সম্মান—সবকিছুরই কিছু না কিছু উপস্থিতি রয়েছে। অথচ সেই উপস্থিতির মধ্যেই তার গভীর শূন্যতা। এই বৈপরীত্যই উপন্যাসটির প্রধান শিল্পগত শক্তি। তার জীবনকে শুধু 'অবক্ষয়ী' বা 'অনৈতিক' বলে চিহ্নিত করলে চরিত্রটির সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় না। বরং প্রশ্ন করতে হয়— কী ধরনের নগর-সামাজিক বাস্তবতা একজন শিক্ষিত যুবককে নিজের অস্তিত্বের প্রতি এমন অনাস্থার দিকে ঠেলে দেয়?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে 'বিবর'-কে কেবল যৌনতার উপন্যাস হিসেবে পড়া যথেষ্ট নয়। উপন্যাসে যৌনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি হলেও তার অন্তরালে রয়েছে সম্পর্কহীনতা, আবেগগত অনিরাপত্তা, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি অবিশ্বাস। সাম্প্রতিক গবেষণাতেও 'বিবর'-কে নৈতিক সংকট, পাপবোধ, আত্মদ্বন্দ্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উপন্যাস হিসেবে পাঠ করা হয়েছে।

অতএব, এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল— 'বিবর'-এর যুবক চরিত্রটি নিছক ব্যক্তিগত বিচ্যুতির প্রতীক নয়; বরং দ্রুত নগরায়িত, ভোগবাদী এবং সম্পর্ক-সংকটগ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের একটি গভীরতর মানসিক লক্ষণ। তার 'বিবর' আসলে ব্যক্তির ভিতরের গহ্বর এবং একই সঙ্গে নগর মধ্যবিত্ত জীবনের সামাজিক গহ্বর।

নগরায়ণ ও নতুন মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রেক্ষিত:

স্বাধীনতা: উত্তর কলকাতা ও বৃহত্তর বাংলার সামাজিক কাঠামোতে মধ্যবিত্তের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত যুবকের জন্য শহর ছিল একদিকে সম্ভাবনার ক্ষেত্র, অন্যদিকে প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্র। আধুনিক শিক্ষা তাকে ঐতিহ্যগত পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দেয়; কিন্তু নতুন কোনো স্থিতিশীল জীবনদর্শন তাকে সবসময় দিতে পারে না। ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মাঝখানে একটি মানসিক ফাঁক তৈরি হয়।

'বিবর'-এর যুবক সেই ফাঁকের সন্তান। সে পুরোনো নৈতিকতার প্রতি আস্থাশীল নয়, কিন্তু নতুন কোনো মানবিক বা সামাজিক আদর্শেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তার কাছে পরিবার নিরাপদ আশ্রয় নয়, প্রেম পূর্ণতার পথ নয়, কর্মজীবন আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র নয়, এবং যৌনতা ভালোবাসার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যও নয়। অর্থাৎ জীবনের প্রচলিত প্রতিটি অর্থবোধ তার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ।

এই মানসিক অবস্থার সঙ্গে নগরায়ণের সম্পর্ক গভীর। নগর মানুষকে একই সঙ্গে বহু মানুষের সংস্পর্শে নিয়ে আসে এবং একাকী করে। শহরের ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তি সামাজিকভাবে দৃশ্যমান হলেও মানসিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা ক্রমশ চুক্তি, সুবিধা, আকর্ষণ, ব্যবহার ও পারস্পরিক প্রত্যাশার দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে। 'বিবর'-এর সম্পর্কজগতে এই সংকট সুস্পষ্ট।

শহর এখানে কেবল পটভূমি নয়; শহর নিজেই চরিত্রের মানসিকতা নির্মাণকারী একটি সক্রিয় শক্তি। অফিস, বাড়ি, রাস্তাঘাট, বিনোদন, মদ্যপান, যৌনসম্পর্ক, পরিচিত মানুষের আনাগোনা— সবকিছু মিলিয়ে একটি এমন জীবনব্যবস্থা তৈরি হয় যেখানে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে থাকার সুযোগ পায়, কিন্তু নিজের অর্থ আবিষ্কার করতে পারে না।

এই কারণেই 'বিবর'-এর নায়কের অস্তিত্বকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে দেখা ভুল। তার বিচ্ছিন্নতাই বরং নগর সমাজের উৎপাদন। সে সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে নেই; সে সমাজেরই এক অন্তর্গত অথচ অসন্তুষ্ট অংশ।

মধ্যবিত্ত যুবকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের অনিরাপত্তা: 'বিবর'-এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বগত অনিশ্চয়তার পারস্পরিক সম্পর্ক। মধ্যবিত্ত সমাজ সাধারণত 'নিরাপত্তা'র ধারণাকে গুরুত্ব দেয়—চাকরি, নিয়মিত আয়, পারিবারিক পরিচয়, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি তার কাঠামোর মূল ভিত্তি। কিন্তু উপন্যাসের যুবকের কাছে এই নিরাপত্তা মানসিক নিশ্চয়তায় পরিণত হয় না।

সে যে সমাজে বাস করে সেখানে অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিঃস্ব না হয়েও মানুষ নিজেকে ব্যর্থ মনে করতে পারে। চাকরি থাকলেও কাজ অর্থপূর্ণ নাও হতে পারে; পরিবার থাকলেও পরিবারে অন্তরঙ্গতা নাও থাকতে পারে; যৌনসম্পর্ক থাকলেও ভালোবাসা নাও থাকতে পারে। এই দ্বৈততা 'বিবর'-এর মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের কেন্দ্রে।

এখানে 'মধ্যবিত্ত' শব্দটির সামাজিক অর্থও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নবর্গের মতো তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম সরাসরি খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়; আবার উচ্চবিত্তের মতো তার সামনে সীমাহীন ভোগের সুযোগও নেই। সে প্রত্যাশা, তুলনা ও সামাজিক প্রতিযোগিতার মধ্যে অবস্থান করে। ফলে তার অসন্তোষ প্রায়ই অর্থনৈতিক অভাবের সরল ফল নয়; বরং প্রত্যাশিত জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনের ব্যবধান থেকে তৈরি হয়।

এই ব্যবধান থেকেই জন্ম নেয় বিরক্তি। আর সেই বিরক্তি ক্রমে সম্পর্কের প্রতি অবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তি যখন মনে করে যে সমাজ তাকে যে জীবন দিতে চেয়েছিল তা অর্থহীন, তখন সে সমাজের নৈতিক বিধিনিষেধকেও প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে। 'বিবর'-এর যুবকের আচরণের মধ্যে এই প্রত্যাখ্যানের বহুমাত্রিক প্রকাশ দেখা যায়।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা: বাংলা মধ্যবিত্ত উপন্যাসে পরিবার দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তির পরিচয় নির্মাণের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। কিন্তু 'বিবর'-এ পরিবার নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে উপস্থিত হলেও নায়কের মানসিক জগতে তার প্রভাব ক্ষীণ। তার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ, কর্তব্য ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি রয়েছে দূরত্ব ও অনাস্থা।

এই দূরত্বকে প্রজন্মগত সংঘাত হিসেবেও দেখা যায়। পুরোনো প্রজন্মের মূল্যবোধ— সংযম, সামাজিক সম্মান, পারিবারিক কর্তব্য, যৌন নৈতিকতা—নতুন প্রজন্মের কাছে আর আগের মতো গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু নতুন প্রজন্মের নিজস্ব বিকল্প নৈতিক কাঠামোও সুসংহত নয়। ফলে একটি 'মূল্যবোধের মধ্যবর্তী অঞ্চল' তৈরি হয়।

'বিবর'-এর যুবক এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রতিনিধি। সে পুরোনো নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তার বিদ্রোহ কোনো সুসংহত সামাজিক আদর্শ নির্মাণ করতে পারে না। তার প্রতিবাদ তাই ইতিবাচক পরিবর্তনের চেয়ে আত্মবিনাশের দিকে বেশি ঝুঁকে যায়।

এই কারণেই উপন্যাসের পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা শুধু আবেগের বিষয় নয়; এটি একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চিহ্ন। পরিবার যখন আর ব্যক্তির সমস্ত চাহিদার উত্তর দিতে পারে না, তখন ব্যক্তি শহরের অন্যান্য সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেসব সম্পর্কও যখন স্থায়িত্ব দিতে ব্যর্থ হয়, তখন তৈরি হয় আরও গভীর একাকিত্ব।

যৌনতা : ভোগ নয়, সংকটের ভাষা: 'বিবর' নিয়ে আলোচনায় যৌনতার প্রসঙ্গ অনিবার্য। উপন্যাসটি প্রকাশের পর থেকেই এর যৌনতা-নির্ভর ভাষা ও বিষয়বস্তু পাঠক-সমাজে তীব্র বিতর্ক তৈরি করেছিল। পরবর্তী সমালোচনাতেও উপন্যাসটির নৈতিক সংকট ও যৌনতার সম্পর্ক বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

তবে যৌনতাকে শুধুমাত্র অশ্লীলতার মানদণ্ডে বিচার করলে উপন্যাসের গভীরতর সামাজিক ব্যঞ্জনা আড়াল হয়ে যায়। এখানে যৌনতা অনেক সময় ব্যক্তির একাকিত্বের বিকল্প। নায়ক ভালোবাসার সম্পর্ককে যে অর্থে গ্রহণ

করে না, তার পরিবর্তে শরীরী সম্পর্কের মাধ্যমে সে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে চায়। কিন্তু শরীরের নৈকট্যও তার মানসিক বিচ্ছিন্নতা দূর করতে পারে না।

এই ব্যর্থতাই 'বিবর'-এর যৌনতার ট্র্যাজেডি। যৌনতা এখানে মুক্তির পথ হতে পারত; কিন্তু তা হয়ে ওঠে ক্ষণিকের উত্তেজনা। ফলে সম্পর্কের স্থায়িত্বের বদলে আসে পুনরাবৃত্তি। এক সম্পর্ক শেষ হওয়ার আগেই আরেকটির সম্ভাবনা তৈরি হয়। এতে শরীরের অভিজ্ঞতা বাড়ে, কিন্তু আত্মপরিচয় আরও সংকুচিত হয়।

নারী চরিত্রগুলিও এই কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদেরকে শুধু নায়কের যৌন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে দেখলে পাঠ অসম্পূর্ণ থাকবে। বরং দেখা দরকার, পুরুষতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক কীভাবে আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, সামাজিক নিয়ম এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'বিবর'-এর নারী-পুরুষ সম্পর্ক তাই ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর সংকেত বহন করে।

নগর-যুবকের 'বিবর': বিচ্ছিন্নতার মনস্তত্ত্ব 'বিবর' শব্দটির মধ্যেই একটি গভীর প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। গর্ত, ফাঁক, গহ্বর কিংবা অন্তঃস্থ অন্ধকার— এই অর্থস্তরগুলিকে যদি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে দেখা যায় তার জীবন ক্রমশ এক ধরনের অন্তর্মুখী গহ্বরে পরিণত হয়েছে।

এই গহ্বরের তিনটি প্রধান স্তর চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।** নায়ক সমাজের নিয়মের অংশ হলেও সেই নিয়মের সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, **আবেগগত বিচ্ছিন্নতা।** সে সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সম্পর্কের গভীরতায় আত্মসমর্পণ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, **অস্তিত্বগত বিচ্ছিন্নতা।** সে নিজের জীবনকে কোনো বৃহত্তর অর্থের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না।

এই তিনটি বিচ্ছিন্নতা পরস্পরকে শক্তিশালী করে। সামাজিক সম্পর্কের প্রতি অবিশ্বাস তাকে আবেগগতভাবে একা করে; আবেগগত একাকিত্ব তাকে আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক করে; আত্মকেন্দ্রিকতা শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের অর্থহীনতার অনুভূতি বাড়ায়।

এখানে ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদী সাহিত্যের সঙ্গে একটি তুলনামূলক সম্পর্কের কথা মনে পড়তে পারে। তবে 'বিবর'-এর সংকট সরাসরি কোনো বিদেশি দার্শনিক তত্ত্বের অনুকরণ নয়। এর শিকড় ভারতীয়, বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবতায়। ফলে এর অস্তিত্বসংকট একই সঙ্গে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

নৈতিকতার দ্বৈততা: 'বিবর'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নৈতিকতার দ্বৈততা। সমাজ একদিকে যৌন সংযম, পারিবারিক শুদ্ধতা ও সামাজিক সম্মানের কথা বলে; অন্যদিকে বাস্তব জীবনে সেই সমাজের মানুষই গোপন আকাঙ্ক্ষা, দুর্নীতি, স্বার্থ এবং দ্বিচারিতায় নিমগ্ন। এই বৈপরীত্য নায়কের চোখে সমাজের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।

তার বিদ্রোহ তাই আংশিকভাবে নৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। কিন্তু সমস্যা হল, সে ভণ্ডামি প্রত্যাখ্যান করলেও কোনো ইতিবাচক নৈতিকতার নির্মাণ করতে পারে না। সে 'না' বলতে শেখে; কিন্তু 'কী হওয়া উচিত' সেই প্রশ্নের উত্তর তার কাছে স্পষ্ট নয়।

এই জায়গাতেই 'বিবর' গভীরভাবে আধুনিক। আধুনিকতা পুরোনো মূল্যবোধকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু প্রশ্নের পরবর্তী নির্মাণ সবসময় সম্ভব হয়নি। ফলে স্বাধীনতা কখনও কখনও নিঃসঙ্গতা হয়ে উঠেছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আত্মকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কর্মজীবন ও যান্ত্রিকতা: নগর মধ্যবিত্ত জীবনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল কর্মজীবনের যান্ত্রিকতা। চাকরি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়, কিন্তু কাজের মধ্যে আত্মতৃপ্তি বা সৃজনশীলতা নাও থাকতে পারে। 'বিবর'-এর নায়কের জীবনেও কর্মজগত কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। কাজ তার কাছে জীবনের অর্থ নয়; বরং দৈনন্দিন অস্তিত্ব বজায় রাখার একটি ব্যবস্থা।

এই অবস্থাকে বিচ্ছিন্নতার মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায়। শ্রমিকের মতো নায়ক উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সরাসরি বিচ্ছিন্ন নয়; কিন্তু তার শ্রমও আত্মপরিচয় নির্মাণ করে না। ফলে মধ্যবিত্ত কর্মজীবন এখানে এক ধরনের অস্তিত্বগত ক্লান্তির জন্ম দেয়।

শহরের অফিস, যানবাহন, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ, নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসা— এই পুনরাবৃত্তি ব্যক্তির জীবনে এক ধরনের যান্ত্রিক ছন্দ সৃষ্টি করে। নায়কের ব্যক্তিগত বিদ্রোহ এই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে হলেও তার বিদ্রোহ নতুন জীবনপদ্ধতি সৃষ্টি করতে পারে না।

ভোগবাদ ও নগর সংস্কৃতি: নগরায়ণের সঙ্গে ভোগসংস্কৃতির বিস্তারও যুক্ত। মধ্যবিত্ত যুবক ক্রমশ এমন এক সংস্কৃতির মুখোমুখি হয় যেখানে সুখকে বস্তু, শরীর, বিনোদন ও তাৎক্ষণিক আনন্দের মাধ্যমে মাপা হয়। 'বিবর'-এর জীবনযাত্রায় এই ভোগবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপস্থিত।

কিন্তু ভোগের পরিমাণ বাড়লেও তৃপ্তি বাড়ে না। বরং অতিরিক্ত ভোগ একসময় অনুভূতিশূন্যতা তৈরি করে। যা প্রথমে উত্তেজক, পরে অভ্যাসে পরিণত হয়; যা প্রথমে মুক্তির মতো মনে হয়, পরে বন্ধনের মতো কাজ করে।

এই দ্বন্দ্ব 'বিবর'-এর যুবকের চরিত্রকে বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তার জীবন ভোগের বিরুদ্ধে নয়; কিন্তু ভোগ তাকে সুখীও করে না। ফলে ভোগ নিজেই তার শূন্যতার প্রমাণ হয়ে ওঠে।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও পুরুষতান্ত্রিক মধ্যবিত্ততা: নায়কের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে পুরুষতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়। নারীকে সে কখনও আকর্ষণের কেন্দ্র, কখনও সঙ্গী, কখনও যৌনতার অংশীদার হিসেবে দেখে; কিন্তু নারীর স্বতন্ত্র সামাজিক অবস্থান, মানসিক চাহিদা এবং অস্তিত্বের জটিলতা সবসময় তার উপলব্ধির কেন্দ্রে থাকে না।

এই সীমাবদ্ধতা শুধু ব্যক্তির নয়; সমাজেরও। মধ্যবিত্ত পুরুষের যৌন স্বাধীনতার সঙ্গে মধ্যবিত্ত নারীর স্বাধীনতার সামাজিক অনুমোদন সমান নয়। ফলে সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার অসমতা থেকে যায়।

এই দিকটি 'বিবর'-কে নতুন করে পড়ার সুযোগ দেয়। উপন্যাসটি পুরুষের মানসিক সংকটকে কেন্দ্রে রাখলেও সেই সংকটের সঙ্গে নারীর অবস্থানও যুক্ত। পুরুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যখন নারীর স্বাধীনতার সঙ্গে সমানভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না, তখন সম্পর্কের মধ্যে আবারও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।

'বিবর' এবং ষাটের দশকের যুবমানস: ষাটের দশক ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক পরিবর্তন এবং মূল্যবোধের টানাপোড়েনের সময়। শিক্ষিত তরুণ সমাজের একাংশ পুরোনো প্রতিষ্ঠান ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছিল। একই সময়ে কর্মসংস্থানের সংকট, নগরজীবনের প্রতিযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাদের মানসিকতায় প্রভাব ফেলছিল।

'বিবর'-এর যুবককে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার আচরণের সামাজিক তাৎপর্য কমে যায়। তার বিরক্তি, বিদ্রোহ, যৌন আকাঙ্ক্ষা, আত্মঘাতী প্রবণতা এবং সম্পর্কবিমুখতা আসলে একটি সময়ের মানসিক দলিল।

উপন্যাসের সমকালীন প্রতিক্রিয়াও এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে। 'বিবর' প্রকাশের পর এর বিরুদ্ধে নৈতিকতার প্রশ্নে প্রবল আপত্তি উঠেছিল; আবার অন্যদিকে কেউ কেউ এটিকে সমকালীন জীবনের সাহসী শিল্পরূপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণা সেই পাঠক-প্রতিক্রিয়াকে পাঠক-সমাজের নিজস্ব নৈতিক উদ্বেগের দলিল হিসেবেও বিশ্লেষণ করেছে।

অতএব, 'বিবর'-এর বিতর্ক শুধু উপন্যাসটির ভাষা বা যৌনতার বিতর্ক নয়; এটি মধ্যবিত্ত সমাজের নিজের পরিবর্তনকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সংকটেরও প্রতিফলন।

আখ্যানরীতি ও অন্তর্মুখী কথন: 'বিবর'-এর শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্মকথনধর্মী প্রবণতা। কেন্দ্রীয় চরিত্রের চেতনা, স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা, সংশয় এবং আত্মবিশ্লেষণ আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে পাঠক বাইরের সমাজকে সরাসরি নিরপেক্ষ বর্ণনায় দেখতে পায় না; বরং নায়কের চেতনার ফিল্টারের মধ্য দিয়ে সমাজকে দেখতে বাধ্য হয়।

এই কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নায়ক সর্বজ্ঞ বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষপাতদুষ্ট, ক্ষতবিক্ষত এবং আত্মবিরোধী। ফলে তার বক্তব্যের মধ্যেই তার মানসিক অসংগতি প্রকাশ পায়।

আখ্যানের এই ভাঙাচোরা মনস্তত্ত্বই 'বিবর'-এর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাঠক ক্রমে বুঝতে পারে যে বাহ্যিক ঘটনাগুলির চেয়ে চরিত্রের অন্তর্জগতই প্রকৃত নাট্যক্ষেত্র।

অপরাধ, অপরাধবোধ ও আত্মদ্বন্দ্ব: 'বিবর'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রকে অপরাধী বলা সহজ; কিন্তু উপন্যাসের শিল্পগত সাফল্য হল সে নিজেই নিজের বিচারক হয়ে ওঠে। তার আচরণে অপরাধবোধের সঙ্গে আত্মপক্ষসমর্থন, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিতৃষ্ণা, স্বাধীনতার সঙ্গে ভয়ের দ্বন্দ্ব কাজ করে।

এই দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে একমাত্রিক ভিলেন বা 'অনৈতিক যুবক' হওয়া থেকে রক্ষা করে। সে একই সঙ্গে অপরাধী এবং নিজের অপরাধের সাক্ষী। সে যে জীবনযাপন করে তার বিরুদ্ধে তার ভিতরেই একটি বিচারবোধ সক্রিয় থাকে। কিন্তু সেই বিচারবোধ তার আচরণকে সবসময় পরিবর্তন করতে পারে না।

এই আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যেই 'বিবর'-এর মানবিকতা নিহিত। লেখক নায়ককে আদর্শ চরিত্র করেননি; আবার কেবল নিন্দার পাত্রও করেননি। বরং তার মাধ্যমে একটি সংকটগ্রস্ত সমাজের মানসিক গঠনকে উন্মুক্ত করেছেন।

নগরায়িত মধ্যবিত্ত যুবসমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে 'বিবর': উপরের আলোচনার ভিত্তিতে 'বিবর'-এর যুবককে একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রতীকে পরিণত করা যায়। তার মধ্যে অন্তত পাঁচটি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

১. **মূল্যবোধের প্রতি অনাস্থা**— প্রচলিত নৈতিকতার প্রতি আস্থা হারিয়ে যাওয়া।

২. **সম্পর্কের প্রতি সন্দেহ**— প্রেম, পরিবার ও বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয়।

৩. **ভোগের প্রতি আকর্ষণ**— তাৎক্ষণিক আনন্দের মাধ্যমে অস্তিত্বের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা।

৪. **আত্মপরিচয়ের সংকট**— সামাজিক ভূমিকা ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দ্বন্দ্ব।

৫. **অস্তিত্বগত একাকিত্ব**— বহু মানুষের মধ্যে থেকেও গভীরভাবে একা হয়ে পড়া।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে দেখলে বোঝা যায়, 'বিবর' কোনো বিচ্ছিন্ন চরিত্রের কাহিনি নয়। এটি নগরায়িত মধ্যবিত্ত যুবসমাজের এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের মনস্তাত্ত্বিক নথি।

'বিবর'-এর প্রাসঙ্গিকতা: সমকাল অতিক্রম করেও 'বিবর' কেন গুরুত্বপূর্ণ— এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমান নগরজীবনের মধ্যেও পাওয়া যায়। আজকের শহুরে যুবসমাজও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, সম্পর্কের পরিবর্তন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভোগবাদ, ডিজিটাল একাকিত্ব এবং মানসিক বিচ্ছিন্নতার মতো সমস্যার মুখোমুখি।

অবশ্য ষাটের দশকের নগরজীবন ও বর্তমান ডিজিটাল নগরজীবন এক নয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যক্তির বাহ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলেও অন্তর্গত নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। 'বিবর'-এর যুবক যে শূন্যতার মুখোমুখি হয়েছিল, তার নতুন রূপ আজকের নগর যুবসমাজের মধ্যেও দেখা যেতে পারে।

এই কারণেই উপন্যাসটি কেবল তার সময়ের দলিল নয়; এটি আধুনিক নগর ব্যক্তিসত্তার একটি গভীর অনুসন্ধান।

উপসংহার: সমরেশ বসুর 'বিবর'-কে শুধু যৌনতা, অশ্লীলতা বা ব্যক্তিগত অবক্ষয়ের উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হলে তার শিল্পগত ও সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অনেকটাই আড়াল হয়ে যায়। উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে এমন এক নগরায়িত মধ্যবিত্ত যুবক, যার কাছে আধুনিক জীবন স্বাধীনতা এনেছে, কিন্তু স্থির অর্থ দেয়নি; সম্পর্ক দিয়েছে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা দেয়নি; ভোগের সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু তৃপ্তি দেয়নি; সামাজিক পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু আত্মপরিচয়ের নিশ্চয়তা দেয়নি।

'বিবর'-এর 'বিবর' তাই ব্যক্তির ভিতরের অন্ধকার যেমন, তেমনি সমাজেরও। দ্রুত পরিবর্তিত নগর মধ্যবিত্ত জীবনে পুরোনো নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটলেও নতুন কোনো সুসংহত মানবিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে যুবকটি বিদ্রোহী হয়েছে, কিন্তু নির্মাতা হতে পারেনি; স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু মুক্ত হতে পারেনি; সম্পর্কের দিকে এগিয়েছে, কিন্তু সম্পর্কের ভিতর স্থায়িত্ব খুঁজে পায়নি।

সমরেশ বসুর কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি এই যুবককে বাইরে থেকে নৈতিক বিচার করেননি। বরং তার আত্মবিরোধ, কামনা, অপরাধবোধ, বিরক্তি এবং নিঃসঙ্গতার ভিতরে প্রবেশ করেছেন। ফলে 'বিবর' হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের উপন্যাস। নগরায়িত মধ্যবিত্ত যুবসমাজের যে অস্তিত্বগত সংকট এখানে প্রকাশিত, তা নির্দিষ্ট সময়ের হলেও তার অন্তর্নিহিত প্রশ্নগুলি আধুনিকতার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

সুতরাং 'বিবর'-এর কেন্দ্রীয় যুবককে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিনিধি বলার চেয়ে নগর আধুনিকতার অসম্পূর্ণতার প্রতিনিধি বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তার জীবনের গহ্বর আসলে এমন এক সমাজের গহ্বর, যেখানে বাহ্যিক আধুনিকতা দ্রুত এগিয়ে গেলেও ব্যক্তি-সম্পর্ক, নৈতিকতা এবং অস্তিত্বের অর্থ সেই গতির সঙ্গে সমান তালে এগোতে পারেনি। এই দ্বন্দ্বই 'বিবর'-কে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর-মনস্তাত্ত্বিক দলিল করে তুলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

প্রাথমিক গ্রন্থ:

১. বসু, সমরেশ। বিবর। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০২২।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই। প্রাক-বিবর পর্বে সমরেশ বসু। কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম। সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭।

৩. দাশ, শিশিরকুমার, সম্পা. সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।
৪. শিকদার, অশ্রুকুমার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস।
৫. Cuddon, J. A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 3rd ed. London: Penguin Reference, 1991.
৬. Fromm, Erich. The Sane Society. New York: Rinehart, 1955.
৭. Lefebvre, Henri. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
৮. Lukács, Georg. The Theory of the Novel. Cambridge, MA: MIT Press, 1971.
৯. Simmel, Georg. "The Metropolis and Mental Life." In The Sociology of Georg Simmel, edited and translated by Kurt H. Wolff. New York: Free Press, 1950.